যুগান্তর

তারিখ ··· 12 · AUG · 2013 ···
[illegible]া ··· [illegible] ··· কলাম ····· 2 ·····

দশ বছরে ৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী প্রতারণার শিকার

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার টোপ

মুশতাক আহমদ

বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী, তাদের বেশিরভাগই সাধারণত বিভিন্ন স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি ফার্মের মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকেন। এসব কাজে দেশে অন্তত পাঁচ শতাধিক ফার্ম সক্রিয় রয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী একটা ভালো ডিগ্রি আর ভাগ্যান্বেষণে যাওয়ার জন্য ওইসব ফার্মের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু এগুলোর বেশিরভাগই শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করছে। পুলিশের এক হিসাবে দেখা শিকার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

শিকার : প্রতারণার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে, প্রতি বছর অন্তত ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী প্রতারিত হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে ওই ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

এসব প্রতারকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দেশে কোনো আইন নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এরা কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনেও নয়। ফলে লাগামহীনভাবেই তারা প্রতারণা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার 'ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশন' (সিবিএইচই) নামে একটি বিধিমালা তৈরি করছে; কিন্তু দাবি থাকা সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে তা কোনো আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ অবস্থায় বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদের সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, দেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদকে আহ্বায়ক করে বিধিমালার খসড়া তৈরি হয়েছে। তাতে কী আছে তিনি জানেন না। শিক্ষার্থীদের দেশে বা বিদেশে ভর্তিসহ সার্বিক বিষয় চূড়ান্ত বিধিমালায় স্থান পাবে।

বিদেশে যারা পড়তে যেতে ইচ্ছুক তাদের অনেকেই ভিটেবাড়ি, মায়ের অলংকার, হালের বলদ থেকে শুরু করে মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি করে প্রতারক চক্রের হাতে অর্থ তুলে দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাগ্যে জোটে প্রতারণা। বিদেশে যাওয়া তো দূরের কথা, দেয়া অর্থও ফেরত পায় না তারা। বরং মামলাসহ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে অনেকে হয়রানির শিকার হন।

র‌্যাব, পুলিশসহ বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিগত ১০ বছরে এই চক্রের হাতে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী প্রতারিত হয়েছে। তবে প্রকৃত চিত্র আরও অনেক বেশি বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। পুলিশ সদর দফতরের একজন শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, ওইসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করার পর শত শত কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। শুধু একটি ব্যবসায়িক লাইসেন্স (ট্রেড) নিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে যাচ্ছে। তারা না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে, না বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন। ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের উপ-কমিশনার মশিউর রহমান যুগান্তরকে জানান, প্রায় প্রতিদিন তাদের কাছে স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি ফার্মের প্রতারণা নিয়ে অভিযোগ আসছে। কিন্তু আইনের অভাবে তারা তেমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। তিনি জানান, কখনও যদি তারা কোনো প্রতারককে ধরে আদালতে সোপর্দ করে থাকেন, তাহলে তারা দ্রুত জামিন পেয়ে যায়। কেননা, এদের বেশিরভাগই সমাজের প্রভাবশালী অংশের সঙ্গে উপঢৌকন প্রদানসহ নানাভাবে সম্পৃক্ত। ৪০৬, ৪২০ আর ৩০৭ ধারার বাইরে মামলা করতে পারেন না তারা। ফলে তাদের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই বৃথা যায়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক ফলপ্রকাশের পর থেকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ারও তিন মাস পর পর্যন্ত থাকে বিদেশে ভর্তির করার নামে প্রতারণার মৌসুম। প্রত্যেক দিনই পত্রিকার পাতা খুললে নজরে পড়ে ভর্তির লোভনীয় সব বিজ্ঞাপন। এমনভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় যে, শিক্ষার্থীরা ওইসব বিজ্ঞাপন দাতাদের অফিসে গেলেই যেন ইউরোপ-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেন চলে যাবেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটে উল্টো। বিদেশে ভর্তির ব্যাপারে পরামর্শ দেয় খোদ এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরা বলেছেন, যত সহজে ভর্তির কথা বলা হয়, বিষয়টি তত সহজ নয়। এক্ষেত্রে প্রতারণা, নানা খাতে অর্থ হাতিয়ে নেয়া, ভিসার নামে মোটা অংকের অর্থ লোপাট ইত্যাদিই ওইসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য থাকে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিদেশে ভর্তির নামে 'স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি' করে এ ধরনের শুধু ঢাকা শহরেই ৫শতাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অথচ এ ধরনের সেবা দাতাদের 'অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (এফএসিডিক্যাব) নামে যে সংগঠন রয়েছে, তার সদস্য মাত্র অর্ধশতাধিক। ওই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপর্যায়ের নেতা এসএস বিজনেস কর্পোরেশন লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী সুমন তালুকদার জানান, বিদেশে ভর্তি করে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে প্রতারণা নিয়ে তারাও উদ্বিগ্ন। এই ব্যবসাটি কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেই। ফলে একশ্রেণীর প্রতারক তৈরি হয়েছে।

সুমন তালুকদার স্বীকার করেন, পত্রিকায় প্রতিদিন যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তারমধ্যে ৯০ ভাগ প্রতিষ্ঠানই ভুয়া। ওইসব ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের কারণে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ছে। এ কারণে স্টুডেন্ট ভিসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি আইনের অধীনে আনা জরুরি।

এফএসিডিক্যাব সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান লায়ন এমকে বাশার। তিনি বলেন, এধরনের প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়। এরপর ভুক্তভোগীরা যে মামলা করে তা ৪২০ আর ৪০৬ ধারায়। অর্থাৎ প্রতারণা আর অর্থ আত্মসাতের মতো ছোটখাট মামলা হয়। তিনি জানান, দেশে শত শত প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ব্যবসা করলেও তাদের জন্য সরকারের কোনো আইন বা বিধিবিধান নেই। ফলে প্রতারণা বন্ধ হচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করেন, বিদেশে ভর্তি এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশে কার্যক্রম নিয়ে সরকার ৭ বছর ধরে একটি বিধিমালা করার নাম করে কালক্ষেপণ করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের হল, এ ব্যাপারে যে খসড়া বিধিমালা হয়েছে, সেখানে বিদেশে ভর্তির ধারাটি রহস্যজনক কারণে বাদ দেয়া হয়েছে। তার প্রশ্ন, কার স্বার্থে বিধিমালাটি করতে বিলম্ব করা হচ্ছে।

প্রতারণার কৌশল : প্রতারণার নানা কৌশল রয়েছে। এরমধ্যে ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে ওভারসিজ এডুকেশন কাউন্সিলিং ফার্ম স্থাপন, সঠিক তথ্য আড়াল করে মনগড়া তথ্য দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ, ওয়ার্ক পারমিটের কথা বলা, আইএলটিএস ছাড়া ভর্তি হওয়ার সুযোগ না থাকলেও, তারা কৌশলে ভর্তি করে পরবর্তীতে আইএলটিএসের স্কোরের শর্ত আরোপ করে ছাত্রদের হয়রানি করা, অনেক সময় ইউনিভার্সিটির একটি অফার লেটার অনুকরণ করে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর নামে অফার লেটার নিজেরাই কম্পিউটার স্ক্যানিং করে তৈরি করে এবং কখনও টিউশন ফি-র নামে বা ভর্তি ভিসার নিশ্চয়তার প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়।

সরকারি বক্তব্য : দেশে উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সচিব ড. মোহাম্মদ খালেদ জানান, বিদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী পাঠানোর জন্য স্টুডেন্ট ভিসা সেন্টারগুলোকে একটি নীতিমালায় আনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বহু আগেই তারা একটি সুপারিশ করেছেন। আর শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে তারা যে বিধিমালা করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তাতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা- বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে। শিক্ষা আইনের ভেতর বিষয়টি রাখা যেতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত বিধিমালায় শুধু বাংলাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমটি রয়েছে।